মাদানী ব্যাখ্যা

মাদানী ইন্‌আমাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং সুযোগের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের জন্য তানযীমী ধারায় চারটি নিয়ম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

নিয়মাবলী

১. কিছু মাদানী ইন্‌আমাত এমন রয়েছে, যা কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিত। যেমন- তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন বিশিষ্ট মাদানী ইন্‌আম। এ মাদানী ইনআমে চারটি অংশ রয়েছে। তাই এ রকম মাদানী ইন্‌আমাতগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশের উপর আমল হলে তানযীমী নিয়মানুযায়ী আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। (অধিকাংশ বলতে অর্ধেকের চেয়ে বেশিকে বুঝায়। যেমন- ১০০ এর মধ্যে ৫১ কে অধিকাংশ বলা হয়।)

২. কিছু মাদানী ইন্‌আমাত এমন রয়েছে, যার উপর কোন একদিন আমল না হওয়ার ক্ষেত্রে তানযিমীভাবে পরবর্তী দিন আমল করার সুযোগ থাকে। যেমন- কেউ চার পৃষ্ঠা ফয়যানে সুন্নাত পাঠ, ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ বা কানযুল ঈমান শরীফ হতে কমপক্ষে ৩ আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীর সহ) তিলাওয়াত করা থেকে বঞ্চিত রইলেন, এ অবস্থায় যতদিন আমল হয়নি অর্থাৎ শূন্যতা রয়েছে। পরবর্তী দিন সমূহে বিগত দিনের রয়ে যাওয়া আমলগুলো হিসাব করে ততবার আমল করে নিলে আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

www.dawateislami.net

৩. কিছু মাদানী ইন্‌আমাত এমন রয়েছে, যার উপর আমল করার অভ্যাস গড়তে সময়ের প্রয়োজন। যেমন- অট্টহাসি দেয়া, তুই-তুমি করে কথা বলা থেকে বাঁচা এবং দৃষ্টি নত রেখে চলার অভ্যাস গড়ার মাদানী ইন্‌আমাত, এই সব মাদানী ইন্‌আমাতের ক্ষেত্রে চেষ্টায় থাকাকালীন সময়ে আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। (প্রচেষ্টা চালু আছে, এটা তখনই বুঝা যাবে যখন দৈনিক কমপক্ষে ৩ বার আমল পাওয়া যাবে।)

৪. এমন কিছু মাদানী ইন্‌আমাত রয়েছে, যার উপর বিশুদ্ধ ওজর (অর্থাৎ বাস্তবিক অপারগতা) থাকার কারণে আমল করার কোন প্রকার সুযোগ হয় না অথবা ঐ সময়ে অন্য মাদানী কাজের ব্যস্ততা থাকে। যেমন- যিম্মাদার অন্যান্য মাদানী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে মাদানী ইন্‌আম যেমন: মাদরাসাতুল মাদীনা বালেগানে (অর্থাৎ- প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসায়) অংশগ্রহণ করতে পারেননি অথবা মা বাবার মৃত্যুর কারণে কিংবা তাঁদের বসবাস ভিন্ন শহরে হওয়াতে তাঁদের হাত চুম্বন করা থেকে এবং অশিক্ষিত হওয়ার কারণে লিখে কথাবার্তা বলা থেকে বঞ্চিত হলেন। তবুও তানযিমি ধারানুযায়ী আমল হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

www.dawateislami.net

দৈনিক ২৯টি মাদানী ইন্‌আমাত

প্রথম পর্যায়ে ১৫টি মাদানী ইন্‌আমাত

(১) আপনি কি আজ কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে **ভাল ভাল নিয়্যত** করে নিয়েছেন? এমনকি কমপক্ষে দু'জনকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২) **পাঁচ ওয়াক্ত নামায** ইমাম শরীফ (পাগড়ী) সহকারে **১ম** তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(৩) আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ও শোয়ার সময় কমপক্ষে একবার করে **আয়াতুল কুরসী** এবং **তাসবীহে ফাতিমা** رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا পাঠ করার অভ্যাস করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(৪) প্রতিদিন কমপক্ষে **৩১৩** বার দরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন কি? এমনকি প্রতিদিন কমপক্ষে **১** ঘন্টা নিজের ঘরে সবক মুখস্থ করে নিয়েছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(৫) প্রতিদিন দুইটি দরস (মসজিদ, ঘর, সেখানে সুবিধা হয়) দিয়েছেন অথবা শুনে নিয়েছেন কি? (দু'টি দরস হতে ঘরে একটি দরস দেয়া জরুরী)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

(৬) কারো নাম বিকৃত করাটা কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থী। কাউকে (শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া) লম্বা, খাটো, মোটা ইত্যাদি বলেননিতো?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(৭) কোন বিষয়ে আপনার জ্ঞান বেশি হওয়ার কারণে হতে পারে কম জানা ব্যক্তিকে আপনার তুচ্ছ মনে হয়। এরকম কুমন্ত্রণা আসাবস্থায় আপনি **আল্লাহ্ তাআলা**র অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(৮) **আল্লাহ্** না করুক! আপনার তুই তুই করে বলার অভ্যাস তো নেই? এমনকি একদিনের বাচ্চা হলেও তাকে আপনি করে সম্বোধন করুন। অনুপস্থিতিতেও সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করুন যেমন- যায়েদ এসেছে, যায়েদ বলে ছিল এর স্থনে যায়েদ এসেছেন, যায়েদ বলেছিলেন ইত্যাদি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(৯) আপনি কি আজ যথা সম্ভব অট্টহাসি দেয়া (অর্থাৎ হা হা করে হাসা) থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন? (প্রয়োজনে মুচকি হাসা সুন্নাত)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(১০) কারো উপর রাগ আসাবস্থায় রাগের চিকিৎসা করেছেন নাকি বলে উঠেছেন? (نَعُوْذُ بِاللّٰه ইত্যাদি পড়তে পারেন) এছাড়া ক্ষমা প্রদর্শণ করেছেন নাকি বদলা নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

(১১) কেউ যদি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ (ওস্তাদ, পিতামাতা ইত্যাদির কাছে) করে বসলো তখন আপনিও কি বদলা নেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন নাকি সঠিক অভিযোগের ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায় করেন আর মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শণ করে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(১২) আপনার মধ্যে অন্য কোন ইসলামী ভাই থেকে তার জিনিস চেয়ে ব্যবহার করার মন্দ অভ্যাস তো নেই? (অপরের কাছ থেকে কোন কিছু চাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন) প্রয়োজনীয় বস্তু চিহ্নিত করে নিজের কাছে হিফাযতে রাখুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(১৩) কারো সাথে কথা বলার সময় আপনার দৃষ্টি কি নত থাকে, নাকি (যার সাথে কথা হচ্ছে তার) চেহারার উপর থাকে? (কথা বলার সময় সামনের ব্যক্তির চেহারার উপর দৃষ্টি দেয়া সুন্নাত নয়) এমনকি আপনি কি আজ ঘরের বারান্দা থেকে অপ্রয়োজনে বাইরে এমনকি অন্য কারো দরজা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘরের ভিতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার চেষ্ঠা করেছেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(১৪) সুন্নাত অনুযায়ী অর্ধগোছা পর্যন্ত (সাদা) জামা, সামনের পকেটে সুস্পষ্ট মিসওয়াক এবং টাখনুর উপরে পায়জামা, মাথায় বাবড়ী চুল, সারাদিন ইমামা শরীফ (ঘরে এবং বাইরেও) সাজানোর অভ্যাস ছিল কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

(১৫) যতক্ষণ অন্য কেউ কথা বলতে থাকে ততক্ষণ আপনি মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনে থাকেন নাকি তার কথা কেটে আপনার কথা শুরু করে দেন? এছাড়া অনেকের অভ্যাস রয়েছে; কথা বুঝে আসার পরও স্বাভাবিক ভাবে "হ্যাঁ" বা "কি" এরূপ বলে অন্যদেরকে অযথা তার কথা পুনরায় বলার কষ্ট দিয়ে থাকে। আপনার মধ্যে এরকম কোন অভ্যাস নেই তো?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৪টি মাদানী ইন্‌আমাত

(১৬) ঘরে (অথবা মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে) খাবার ধৈর্য ও শোকরের সাথে খেয়ে নেন নাকি পছন্দ না হলে **আল্লাহ্‌**র পানাহ! অপছন্দের ভাব প্রকাশ করতে থাকেন? (খাবারের দোষ-ত্রুটি, বের করা সুন্নাত নয় এবং মুখ বিকৃত করবেন না)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(১৭) ঘর, বাস, ট্রেন, মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে আসা যাওয়ার সময় এবং গলি দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসে থাকা **মুসলমানদেরকে সালাম** করার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন কি? (মাদ্‌রাসায় যে সব সুন্নাত শিখানো হয় ঘরের মধ্যেও তার উপর আমল চালু রাখুন)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(১৮) ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী (বাইরে এবং ঘরে) "পর্দার মধ্যে পর্দা" করার অভ্যাস গড়েছেন তো? (শোয়ার সময় পায়জামার উপর লম্বা একটি চাদর লুঙ্গীর মত বেঁধে নিন এবং আরেকটি চাদর উপর থেকে জড়িয়ে নিন। اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ পর্দার মধ্যে পর্দা হয়ে যাবে)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

(১৯) ইশার নামাযের পর (পড়ালেখা ইত্যাদি থেকে অবসর হয়ে) তাড়াতাড়ি শেয়ার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন তো? যখন আপনাকে নামাযের জন্য অথবা এমনি জাগানে হয় তখন তাড়াতাড়ি উঠে যান নাকি শুয়ে যান অথবা বসে বসে ঝিমাতে থাকেন? এভাবে কতবার হয়ে থাকে? যখন শোয়া থেকে উঠেন (চাই বারবার বিছানা ত্যাগ করতে হোক) প্রত্যেকবার বিছানা গুছিয়ে নেন কিনা? শোয়ার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিছানাকে গুছিয়ে তার জায়গায় রেখে দেন নাকি ওখানেই ফেলে রাখেন?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২০) মাদানী মারকায, নিগরান, ওস্তাদ এবং পিতামাতার (তারা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীযাতের পরিপন্থি কোন হুকুম না দেন) আনুগত্য করেন কিনা? এমনকি আজ আপনি অকাগ্রতার সাথে ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজ আমলের হিসাব) করাবস্থায় যেসব মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল হয়েছে সেগুলো রিসালায় ঘর পূরণ করেছেন কি?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২১) প্রতিদিন কমপক্ষে কোন এক ওয়াক্ত নামাযের পর নিজের মা-বাবা এবং আপন ক্বারী সাহেবের জন্য উত্তম দোয়া করেন কিনা? এমনকি আপনি কি আজ ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর মাদানী ফুল অনুযায়ী অনুকুল অবস্থায় আমল করেছেন? (মাদানী ফুল রিসালার শেষে দেখুন) (পিতা-মাতা এবং ওস্তাদকে আসতে দেখলে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান, পিতা-মাতা এবং ওস্তাদের সামনে সর্বদা আওয়াজকে নিচু রাখুন। তাদের চোখে কখনও চোখ রাখবেন না। নিজের ওস্তাদ সাহেব বরং কারো পিছন থেকে নকল করবেন না।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

(২২) ওস্তাদ এবং পরিচালকের কোন কথা যদি খারাপ লাগে তবে **ধৈর্য**ধারণ করেন, নাকি আল্লাহর পানাহ! অপরকে তা প্রকাশ করে বোকামি করে বসেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা দূর্বলতার কথা পরিচালনা কমিটি ব্যতীত অন্য কাউকে বলা খুবই খারাপ কথা। এমনকি যদি কোন ইসলামী ভাইয়ের কোন কথা আপনার ভালো না লাগে অথবা সে ভুল করে বসে তখন অপরেরর নিকট প্রকাশ করার পরিবর্তে উত্তম পদ্ধতিতে আপনি নিজে তার সংশোধন করে দিন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২৩) মাদ্‌রাসার **সময়সূচী মেনে চলেছেন** কি? সঠিক সময়ে পৌঁছে শেষ ঘন্টা পর্যন্ত ক্লাস করে থাকেন এবং পাঠ সমূহ পড়ে থাকেন নাকি অহেতুক কথাবার্তায় সময় নষ্ট করে থাকেন? কোন ঘন্টায় শিক্ষক মহোদয় অথবা পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত চুপে চুপে ঘর ইত্যাদিতে তো চলে যাননি? (আবাসিক ছাত্রদের জন্য দিন হোক বা রাত বাইরে যাওয়ার জন্য সবসময় অনুমতি নেওয়া জরুরী)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২৪) আপনার কি গীবত, চোগলখুরী এবং হিংসার সংজ্ঞা জানা আছে? এসব পাপীষ্ঠতা এবং জিদ, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, হাসি-তামাথা থেকে আপনি বেঁচে থেকেছেন কি? (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, থেকে গীবত, চোগলখুরী এবং হিংসার বর্ণনা পড়ে অথবা শুনে নিন।) কারো নিকট কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করাকে গীবত বলে, যা কবীরা গুনাহ। কারও পোশাককে পিছন থেকে বেমানান, নোংরা ইত্যাদি বলা অথবা এরূপ বলা যে, তার কণ্ঠস্বর কোন কাজের নয়, এগুলো সব গীবতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যখন ঐ দোষ-ত্রুটি তার মধ্যে থাকে তা গীবত, আর যদি না থাকে তাহলে তা অপবাদ।

www.dawateislami.net

গীবত থেকেও বড় গুনাহ। কারও স্মরণশক্তি ভাল হোক, ভাল আওয়াজে নাত শরীফ পড়ে তখন তার ব্যাপারে এই আশা করা যে, তার স্মরণশক্তি দূর্বল হয়ে যাক অথবা তার আওয়াজ খারাপ হয়ে যাক। এসব হিংসার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। হিংসা করা গুনাহ, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "হিংসা নেকী সমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে থাকে।"

(সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩৬০, হাদীস- ৪৯০৩)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২৫) আপনি কি সর্বদা সত্য কথা বলেন? শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া 'তাওরীয়া' তো করে বসেননি? 'তাওরীয়া' অর্থাৎ শব্দের যে প্রকাশ্য অর্থ রয়েছে তা ভুল, কিন্তু সে অন্য একটি অর্থ উদ্দেশ্য করেছে যা শুদ্ধ। এরূপ করাটা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া জায়িয নেই। আর যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে জায়িয। তাওরীয়ার উদাহরণ এরূপ যে, আপনি কাউকে খেতে ডেকেছেন, আর সে বলল আমি খেয়ে ফেলেছি। এরূপ বলার প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে; সে এই বেলায় খাবার খেয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা সে অর্থ নিয়েছে সে গতকাল যা খেয়েছিল তা, এটা মিথ্যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

(আলমগিরী, ৫/৩৫২)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

(২৬) সবক শুনানোর সময় যদি কোন ইসলামী ভাই ভুল করে বসে তবে আপনি হেসে তার মনে কষ্টতো দেননি? যদি আপনি কখনো এরূপ ভুল করে বসেন, তবে নিজে ঐ ইসলামী ভাইকে (ক্ষমা চেয়ে) রাজী করিয়ে নিন। রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: 'যে ব্যক্তি (শরয়ী কারণ ছাড়া) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিলো, সে **আল্লাহ্ তাআলা**কে কষ্ট দিলো। **(আল মুজামুল আওসাত, ২/৩৮৬, হাদীস- ৩৬০৭)**

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২৭) ঘর অথবা হোটেল ইত্যাদিতে টিভি বা ভিসিআর বা মোবাইল ইত্যাদিতে সিনেমা-নাটক তো দেখেননি? (সিনেমা-নাটক কখনো দেখবেন না। যে নিজের চক্ষুদ্বয়কে হারাম জিনিস দেখা দ্বারা পূর্ণ করে, কিয়ামতের দিন তার চোখের মধ্যে আগুন ভরে দেওয়া হবে। টিভি এবং ভিসিআর, সিনেমা এবং নাটক ইত্যাদি দেখার দ্বারা স্মরণশক্তি দূর্বল হয়ে যায়। সাধারণত অন্ধ শিশু খুব তাড়াতাড়ি হাফিজে কুরআন হয়ে যায়। কেননা, সে চোখের অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকে। তাই তার স্মরণশক্তি প্রখর হয়ে যায়। আপনিও চোখের অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকুন এবং চোখের কুফ্‌লে মদীনা লাগান)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

(২৮) মুখের কুফলে মদীনা লাগানো অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা এবং চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা চালু রেখেছেন কি? এমনকি আপনি কিছু না কিছু ইশারায় এবং প্রতিদিন কমপক্ষে ৪বার লিখে কথাবার্তা বলেন কি? এছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় কাফ্‌ফারা স্বরূপ দ্রুত দরূদে পাক পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন কি? (সাধারণত বোবা ব্যক্তি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। কেননা, সে মুখের অপব্যবহার থেকে নিরাপদ থাকে। আপনিও মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে নিন যাতে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বাঁচতে পারেন।)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

(২৯) খাবার যথাসম্ভব সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়া, নিচে পতিত দানা ইত্যাদি উঠিয়ে খাওয়া, হাড্ডি, গরম মসলা ইত্যাদি এমনকি খাওয়ার পর সব আঙ্গুল ভালভাবে চেটে খাওয়া এবং থালা ধূয়ে পান করে নেন কি? (ধূয়া ঐ সময়ই বলা হবে, যখন খাবারের কোন চিহ্ন থালায় বাকী না থাকে) এছাড়া খাবার থেকে অবসর হওয়ার পর থালা উঠিয়ে নেওয়া, দস্তরখানা পরিস্কার করা এবং থালা ইত্যাদি ধৌত করার জন্য অপরকে বলেননিতো? মাদ্‌রাসার পরিচালক মহোদয় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে যেই নির্দেশ প্রদান করে থাকেন আপনি তার উপর আমল করেন কিনা?

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	মোট
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

www.dawateislami.net

কুফ্‌লে মদীনা'র কার্যক্রম মাদানী মাস ও সাল .....

তারিখ	লিখে কথা-বার্তা কমপক্ষে ১২ বার	ইশারায় কথা-বার্তা কমপক্ষে ১২ বার	চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত কথা-বার্তা কমপক্ষে ১২ বার	কুফ্‌লে মদীনা'র চশমার ব্যবহার কমপক্ষে ১২ মিনিট
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				

www.dawateislami.net

তারিখ	লিখে কথা-বার্তা কমপক্ষে ১২বার	ইশারায় কথা-বার্তা কমপক্ষে ১২বার	চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত কথা-বার্তা কমপক্ষে ১২বার	কুফ্‌লে মদীনা'র চশমার ব্যবহার কমপক্ষে ১২ মিনিট
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				
২৬				
২৭				
২৮				
২৯				
৩০				
মোট				

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ২টি মাদানী ইন্‌আমাত

(৩০) আপনি আমলদার হাফিজে কুরআন অথবা আমলদার আলিম হওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত আছেন? তাই আপনি আপনার পিতা ও অন্যান্যদেরকে সঙ্গে (বালিগ মাদানী মুন্না একাকী অথবা কাফেলার সাথে) সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু (তিলাওয়াতও নাত) থেকে নিয়ে (যিকির , দোয়া এবং হালকা) পর্যন্ত যথাসম্ভব দৃষ্টিকে নত রেখে শুনেন কিনা?					
(৩১) আপনি কি একাকী বা ক্যাসেট ইজতিমায় কমপক্ষে একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার একটি অডিও/ভিডিও ক্যাসেট বসে শুনেছেন বা দেখেছেন বা মাদানী চ্যানেলে প্রতিদিন কমপক্ষে ১ঘন্টা ১২মিনিট সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখেছেন?					

মাসিক ৩টি মাদানী ইন্‌আমাত

(৩২) এই মাসে আপনি (মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছুটি ব্যতিত) অনর্থক ও অপারগতা ব্যতীত কোন ছুটি করেন নিতো?	
(৩৩) আপনার ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাস্‌সাল এবং ছয় কলেমা ও কুরআনে পাকের শেষ ১০টি সূরা অর্থসহ মুখস্থ আছে কি? এগুলোকে প্রত্যেক মাসের ১ম সোমবারে পড়ে নেন কিনা?	
(৩৪) আপনি কি এ মাসের প্রথম সোমবার শরীফে (অথবা বাদ যাওয়া অবস্থায় যে কোন সোমবার শরীফে) "নিশ্চুপ শাহ্‌জাদা" নামক রিসালাটি পাঠ করে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য 'কুফ্‌লে মদীনা দিবস' উৎযাপন করেছেন? এছাড়া আপনি গত মাসের মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে ১০ তারিখের মধ্যে আপন যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়েছেন?	

www.dawateislami.net

বার্ষিক ৬টি মাদানী ইন্‌আমাত

(৩৫) আপনি আপনার আদর্শ **(Ideal)** কাকে বানিয়েছেন? (আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আদর্শ **(Ideal)** হলেন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

(৩৬) আপনি কি কোন একজন অথবা কিছু ইসলামী ভাইয়ের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব রেখেছেন? নাকি সবার সাথে একই রকমের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন? (কথায় কথায় মুখভার করা, বারবার একই বন্ধুকে তোহফা দেওয়া, তার অসন্তুটির উপর অথবা তার না আসার কারণে কান্না করা, শুধুমাত্র তাকেই চিঠি লিখতে থাকা, তার মতই পোশাক ইত্যাদি পরিধান করা, সে ইজতিমায় এলে ইজতিমায় আসা আর না আসলে নিজেও না আসা ইত্যাদি এসব আচরণ সঠিক নয়)

(৩৭) আল্লাহ্‌র পানাহ! আপনার পোশাকে অথবা মাদ্‌রাসার দেয়াল ইত্যাদির উপর প্রাণীর ছবি অথবা জন্তুর স্টিকার নেই তো? (বিস্কিট, সুপারী অথবা চুইনগাম ইত্যাদির প্যাকেটের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণীর ছবি ওয়ালা স্টিকার পাওয়া যায় সেগুলোকে দরজা, দেয়াল ইত্যাদির উপর লাগান নিতো?

(৩৮) আপনার বিড়াল অথবা কুকুরকে কষ্ট দেওয়া অথবা পিঁপড়া মারার অভ্যাসতো নেই? (কুকুর অথবা বিড়াল ইত্যাদিকে মারবেন না, কষ্টও দিবেন না। কেননা, জীবজন্তুর উপর জুলুম করা মুসলমানের উপর জুলুম করার চেয়েও বড় গুনাহ। (এক হাদীস শরীফের মধ্যে এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে: "এক মহিলাকে এই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছে। সে নিজে সেটিকে কিছু খাওয়াইনি, মুক্তও করে দেয়নি যাতে বিড়ালটি কিছু খেয়ে নিতে পারে। অবশেষে অসহায় বিড়ালটি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুবরণ করে) **(সহীহ বুখারী, ৬/৪০৮, হাদীস- ৩৩১)**

www.dawateislami.net

(৩৯) ফল-ফলাদী ইত্যাদির খোসা বেপরোয়া ভাবে গলীর মধ্যে ছুড়ে মারার অভ্যাসতো আপনার নেই? (কলা অথবা পেঁপের খোসা অথবা কাঁচ ইত্যাদি এমন জায়গায় ফেলবেন না যেখানে মানুষের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বরং এ ধরণের বস্তু রাস্তায় দেখলে তা ফেলে দেওয়া সাওয়াবের কাজ। (হাদীসে পাকের মধ্যে এই বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে: "এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁটাযুক্ত ঢাল সরিয়ে ফেললো, যাতে মুসলমানের কষ্ট না হয়। **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট তার এই আমল পছন্দ হলো এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।) **(মুসলিম, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯১৪)**

(৪০) আপনি কি আপনার সম্মানিত শিক্ষকের কাছ থেকে **আল্লাহ্**র পানাহ! পরীক্ষা মূলক প্রশ্নাবলী করে থাকেন? আপনার **আল্লাহ্**র পানাহ! সুন্নী আলিমদের বিরোধীতা করার অভ্যাসতো নেই? (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যে ব্যক্তি সুন্নী আলিমকে নাজেহাল করে এবং তার দোষ-ত্রুটি বের করে, তাঁর উপর আমি অসন্তুষ্ট। অতএব বিরোধীতাকারী চাই শিক্ষক হোক অথবা ছাত্র।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি মূলক কাজ

আত্তারের দোস্তঃ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যে নিম্নে প্রদত্ত ৬টি মাদানী ইন্‌আমাতের উপর নিয়মিতভাবে আমল করে, সে আমার দোস্ত।

মদীনা-১: প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইমামা (পাগড়ী) সহকারে ১ম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করুন।

মদীনা-২: প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাত হতে কমপক্ষে দুটি দরস (মসজিদ, দরস, দোকান ইত্যাদি স্থানে যেখানে আপনার সুবিধা হয়) দিন বা শুনুন। (দু'টি দরস হতে ঘরে একটি দরস দেয়া জরুরী)

মদীনা-৩: সুন্নাত মোতাবেক অর্ধ গোছা পর্যন্ত (সাদা) জামা, সামনের পকেটে সুস্পষ্ট মিসওয়াক এবং টাখনুর উপরে পায়জামা, মাথায় বাবরী চুল, সারা দিন ইমামা শরীফ (ঘরে এবং বাইরেও) সাজানোর অভ্যাস গড়ুন।

মদীনা-৪: ঘর, বাস, ট্রেন, মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে আসা যাওয়ার সময় এবং গলি দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসা মুসলমানদেরকে সালাম দিন।

মদীনা-৫: নিজের পিতা ও অন্যান্যদের সাথে (বালেগ মাদানী মুন্না একাকী বা কাফেলার সাথে) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করুন।

www.dawateislami.net

মদীনা-৬: সপ্তাহে একাকী বা ক্যাসেট ইজতিমায় কমপক্ষে একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার অডিও/ ভিডিও ক্যাসেট বসে শুনুন অথবা দেখুন।

আত্তারের পিয়ারা: আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যে উল্লেখিত মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমলের পাশাপাশি ৪০টির মধ্যে ৩০টি মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করে সে আমার 'পিয়ারা'।

আত্তারের মানযুরে নযর: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যে ব্যক্তি উপরোল্লেখিত সকল কাজ সম্পাদন করে আমার দোস্ত ও পিয়ারা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করার পাশাপাশি নিম্নে প্রদত্ত ৬টি মাদানী কাজ নিয়মিতভাবে পালন করে সে আমার 'মানযুরে নযর'।

(১) প্রতিদিন কমপক্ষে **১২** বার লিখে কথা বলা।

(২) প্রতিদিন কমপক্ষে **১২** বার ইশারায় কথা বলা।

(৩) প্রতিদিন কমপক্ষে **১২** মিনিট কুফ্‌লে মদীনার চশমা ব্যবহার করা।

(৪) (জরুরী কথা বলার সুযোগ হলে) প্রতিদিন কমপক্ষে **১২** বার যার সাথে কথা বলবেন তার চেহারার প্রতি দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত কথাবার্তা বলা।

(৫) সপ্তাহে কমপক্ষে একটি রিসালা পাঠ করুন। (যে ব্যক্তি প্রতিদিন কমপক্ষে একটি রিসালা পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেয়, তার প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুব বেশী খুশী হন।)

(৬) প্রতিমাসে "কুফ্‌লে মদীনা দিবস" উদ্‌যাপন করুন।

www.dawateislami.net

আত্তারের মাহবুবঃ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেনঃ যে ব্যক্তি উপরোল্লেখিত সকল মাদানী কাজ করার সাথে সাথে পরিপূর্ণভাবে ৪০টি মাদানী ইন্‌আমাতের উপর পূর্ণ আমলদার হবে, সে আমার 'মাহবুব'।

আত্তারের ইচ্ছাঃ আহ! আহ! আহ! আমার অন্তর এ বিষয়ে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত যে, জানিনা আমার ব্যাপারে আল্লাহর গোপন রহস্য কী রয়েছে! তবে আমার অন্তরের বাস্তবিক একান্ত ইচ্ছা এটাই যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় যদি আমার উপর বিশেষ দয়া হয়ে যায়, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমার প্রত্যেক দোস্ত, পিয়ারা, মানযুরে নজর ও মাহবুবকে আমার সাথে জান্নাতুল ফিরদৌসে নিয়ে যাব।

আত্তার কার উপর অসন্তুষ্টঃ যে ইসলামী ভাই শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া মানুষের সামনে মারকাযী মজলিসে শূরা, ইনতিযামী কাবিনা সমূহ এবং মজলিশ সমূহ ইত্যাদির বিরোধীতা করে সে না আমার দোস্ত, না পিয়ারা, না মানযুরে নজর আর না মাহবুব বরং আত্তারের অন্তর তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট।

আত্তারের দোয়াঃ ইয়া আল্লাহ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন উপরোউল্লেখিত মাদানী কাজগুলো করে নেয়, আত্তারের ঐ দোস্ত, পিয়ারাকে এমনকি আত্তারের মনযুরে নজর ও মাহবুবকে আত্তার সহ জান্নাতুল ফিরদাওসে আপন **মাদানী মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী বানিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **মারকাযী মাজলিশে শূরা।**

www.dawateislami.net

১৯টি মাদানী ফুল থেকে মাদানী মুন্নাদের জন্য সংগৃহীত মাদানী ফুল :

(১) ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে সালাম প্রদান করুন।

(২) মা অথবা বাবাকে আসতে দেখলে, সম্মানপূর্বক দাঁড়িয়ে যান।

(৩) দিনে কমপক্ষে একবার পিতার হাতে এবং মায়ের পায়ে চুমু দিন।

(৪) মা-বাবার সামনে আওয়াজকে সর্বদা নিচু রাখুন, তাদের চোখে কখনো চোখ রেখে কথা বলবেন না। দৃষ্টিকে নত রেখে তাদের সাথে কথাবার্তা বলুন।

(৫) তাদের দেয়া প্রতিটি কাজ যা শরীয়াত বিরোধী নয় দ্রুত করে ফেলুন।

(৬) গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন। ঘরে তুই-তুমি শব্দের ব্যবহার, কর্কশ শব্দে কথা বলা, গালি দেয়া এবং হাসি তামাশা করা, কথায় কথায় রাগ করা, খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করা, ছোট ভাই বোনদের বকাঝকা করা, মার দেয়া, ঘরের বড়দের সাথে কথা কাটাকাটি করা,

www.dawateislami.net

ঝগড়া করা তর্কবিতর্ক করা যদি আপনার স্বভাব হয়ে থাকে তবে এ ধরনের মন্দ স্বভাবগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলুন এবং প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন।

(৭) ঘরে বাইরে প্রতিটি স্থানে আপনি ভদ্র, গম্ভীর হয়ে যান, ঘরের মধ্যেও অবশ্যই এর বরকত দেখতে পাবেন।

(৮) মা বরং আপনার বাচ্চার মাকেও এমনকি ঘরে (ও বাইরে) একদিনের শিশুকেও **"আপনি"** বলে সম্বোধন করুন।

(৯) ইশার নামাযের পর (অধ্যায়নের ব্যস্ততার পর) তাড়াতাড়ি শুয়ে যাওয়ার অভ্যাস গড়ুন। আহ! যদি তাহাজ্জুদের নামাযের সময় চোখ দুটি খুলে যেতো, আর না হয় কমপক্ষে ফযরের নামাযতো খুব সহজেই (মসজিদে প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে) আদায় করার সুযোগ হয়ে যেতো। আর এভাবে কাজে কর্মেও কোন প্রকারের অলসতা আসতো না।

(১০) ঘরের সদস্যদের মাঝে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, নাটক দেখা এবং গান বাজনা শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহের অভ্যাস থাকে,

www.dawateislami.net

তবে বারবার তর্ক না করে সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে মাকতাবাতুল মদীনা হতে জারীকৃত সুন্নাতে ভরা বয়ানের অডিও/ভিডিও ক্যাসেট শুনান, মাদানী চ্যানেল দেখলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাদানী সুফল আসবেই।

(১১) ঘরে আপনাকে যতই বকাঝকা করুক, এমনকি যদি মারেও তবুও আপনি রাগ না করে ধৈর্যের উপর ধৈর্য ধরুন। যদি আপনি তাদের প্রতিবাদে নিজ জিহ্বাকে ব্যবহার করেন তবে মাদানী পরিবেশ তৈরীর আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। বরং এর বিপরীত ঘটবে যে, অধিক কঠোরতা বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় শয়তান মানুষকে খুবই রাগী বানিয়ে দেয়।

(১২) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর একটি খুবই উত্তম মাধ্যম হলো: ঘরে প্রতিদিন অবশ্যই অবশ্যই **'ফয়যানে সুন্নাত'** হতে দরস দিন।

(১৩) আপনার পরিবারের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য খুবই আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে থাকুন। কেননা **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلدُّعَآءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ "অর্থাৎ দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার।"

www.dawateislami.net

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৫৫)

(১৫) মাসায়িলুল কুরআন, ২৯০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে একবার পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সন্তান সন্ততি সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হবে। দোয়াটি হল:

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾ [১]

(বিঃদ্রঃ এখানে اَللّٰهُمَّ শব্দটি কোরআনের আয়াতের অংশ নয়।)

(১৮) মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী আমলের অভ্যাস গড়ুন, অতি নম্রতা ও প্রজ্ঞার সাথে মাদানী ইন্‌আমাতের আমল শুরু করান। **আল্লাহ তাআলার** দয়ায় ঘরে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে।

---

[১] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্ততি হতে চক্ষু সমূহের প্রশান্তি এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ বানাও।

(পারা- ১৯, সূরা- ফোরকান, আয়াত- ৭৪)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিমূলক কাজের কারকারদিগী

১	এ মাসের অধিকাংশ দিনে উল্লেখিত **মাদানী ইন্‌'আমাতের** উপর আমলের চেষ্টা ছিল?	
২	এ মাসে অধিকাংশ দিনে কমপক্ষে **১২** বার **লিখে** কথা-বার্তা বলেছেন?	
৩	এ মাসে অধিকাংশ দিনে কমপক্ষে **১২** বার **ইশারায়** কথা-বার্তা বলেছেন?	
৪	এ মাসে অধিকাংশ দিনে কমপক্ষে **১২** বার **চেহারায় দৃষ্টি দেয়া ব্যতীত** কথা-বার্তা বলার চেষ্টা করেছেন?	
৫	এ মাসে অধিকাংশ দিনে কমপক্ষে **১২** মিনিট **কুফ্‌লে মদীনার চশমা** ব্যবহার করেছেন?	
৬	আপনি এই মাসে **আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কয়টি রিসালা পাঠ করেছেন? প্রথম সপ্তাহ ☐ তৃতীয় সপ্তাহ ☐ মোট সংখ্যা ☐ দ্বিতীয় সপ্তাহ ☐ চতুর্থ সপ্তাহ ☐	
৭	এ মাসে ৪০টি মাদানী ইন্‌'আমাত হতে কতটির উপর আমলের চেষ্টা ছিল?	
৮	এ মাসে কত দিন ফিকরে মদীনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে?	

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ মাসে **আত্তারের দোস্ত** ☐ **আত্তারের পিয়ারা** ☐ **আত্তারের মানযুরে নজর** ☐ **আত্তারের মাহবুব** ☐ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।

اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আগামী মাসে কমপক্ষে ☐ মাদানী ইন্‌'আমাতের উপর আমলের চেষ্টা করব।

www.dawateislami.net